পৌরসভা নির্বাচনঃ কেমন মেয়র পেলাম

সুজন–সুশাসনের জন্য নাগরিক (১৮ জানুযারি ২০১৬)

দেশে প্রথমবারের মত দলীয় প্রতীকে একটি স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে গেল গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ তারিখে। নির্বাচন কমিশনের পূর্বঘোষিত তফসিল অনুযায়ী ঐদিন ২৩৪টি পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বমোট ৩ হাজার ৫৫৫টি ভোটকেন্দ্রের মধ্যে অনিয়ম ও গোলযোগের কারণে নরসিংদী জেলার মাধবদী পৌরসভা (১২টি কেন্দ্র) এবং আরও ১৯টি পৌরসভার ৩৯টি কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ স্থগিত রাখা হয়। স্থগিতকৃত ২০টি পৌরসভার ৫১টি কেন্দ্রের পুনরায় ভোট গ্রহণ করা হয় গত ১২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে। পুনঃনির্বাচনের সময়ও স্থগিত করা হয়েছে মাধবদী ও চৌমুহনী পৌরসভার দুটি কেন্দ্রের ভোট।

৩০ ডিসেম্বর ভোট গ্রহণকালে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) ১৫৭টি এবং জাতীয় পার্টি ১৭৪ ভোটকেন্দ্রে অনিয়মের অভিযোগ আনে। তবে দল দুটি কেন্দ্রীয়ভাবে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেয়নি; যদিও স্থানীয়ভাবে অনেক দল ও স্বতন্ত্র প্রার্থী নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দিয়েছিলেন। বেসরকারিভাবে যে ফলাফল ঘোষিত হয়েছে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল সংবাদ সম্মেলন করে তা প্রত্যাখান করেছে। উল্লেখ্য, ৭ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সিংগাইর পৌরসভা নিয়ে এ পর্যন্ত ২৩৫টি পৌরসভার নির্বাচন সম্পন্ন হলো।

আমরা জানি যে, পিরোজপুর, মাদারগঞ্জ, টুঙ্গীপাড়া, পরশুরাম, ফেনী, চাটখিল ও ছেংগারচর পৌরসভার মেয়র প্রার্থী এবং ১৩৪ জন কাউন্সিলর প্রার্থী বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হয়েছেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত ৭ জন মেয়র প্রার্থীই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত হয়েছেন। বাকি ২২৮টি পৌরসভার মধ্যে মেয়র পদে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে ১৭৫ জন (সর্বমোট ১৮২ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি) থেকে ২৪ জন, জাতীয় পার্টি থেকে ১ জন এবং স্বতন্ত্র ২৮ জন নির্বাচিত হয়েছেন। স্বতন্ত্র ২৮ জনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ও বিএনপির বিদ্রোহী প্রার্থী এবং নিবন্ধন বাতিল হওয়া জামায়াতে ইসলামী সমর্থিত প্রার্থীও রয়েছেন (*প্রথম আলো*, ১ জানুয়ারি ২০১৬)। উল্লেখ্য যে, এবারের পৌরসভা নির্বাচনে নির্বাচন কমিশন কর্তৃক নিবন্ধিত ৪০টি রাজনৈতিক দলের মধ্যে ২০টি দল অংশগ্রহণ করে এবং মেয়র পদে ৯৪৯ জন, সাধারণ কাউন্সিলর পদে ৮ হাজার ৭৪৬ জন এবং সংরক্ষিত কাউন্সিলর পদে ২ হাজার ৪৮০ জন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। এর মধ্যে মেয়র পদে আওয়ামী লীগ ২৩৫টি, বিএনপি ২২৪টি, জাতীয় পার্টি ৭৪টি, জাসদ ২১টি, ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ৫৭টি, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি ৮টি এবং বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি ৩টি পৌরসভায় প্রার্থী মনোনয়ন দেয়।

সর্বমোট ২৩৫টি পৌরসভার নির্বাচন হলেও আমরা আজকের এই সংবাদ সম্মেলনে ২৩৩ জন নবনির্বাচিত মেয়রের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরছি। কেননা নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে দিনাজপুর জেলার বীরগঞ্জ পৌরসভার বিজয়ী স্বতন্ত্র মেয়র মোহাম্মদ হানিফের হলফনামার স্থলে মোঃ সাইফুল ইসলামের হলফনামা থাকায় এবং মাদারীপুর জেলার শিবচর পৌরসভার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত বিজয়ী মেয়র মোঃ আওলাদ হোসেন খানের হলফনামা না থাকায় তাঁদের তথ্যের বিশ্লেষণ সন্নিবেশিত করা সম্ভব হলো না।

১. শিক্ষাগত যোগ্যতাঃ

রাজনৈতিক দল	এসএসসি'র নিচে	এসএসসি	এইচএসসি	স্নাতক	স্নাতকোত্তর	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
আওয়ামী লীগ	৩০ (১৬.৫৭%)	২৬ (১৪.৩৬%)	৫০ (২৭.৬২%)	৫৫ (৩০.৩৯%)	১৮ (৯.৯৪%)	২ (১.১%)	১৮১	
বিএনপি	৩ (১২.৫%)	৩ (১২.৫%)	৫ (২০.৮৩%)	৯ (৩৭.৫%)	৪ (১৬.৬৭%)	০ (০%)	২৪	
জাতীয় পার্টি	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১	
স্বতন্ত্র	৭ (২৫.৯৩%)	৪ (১৪.৮১%)	৮ (২৯.৬৩%)	৬ (২২.২২%)	২ (৭.৪১%)	০ (০%)	২৭	
সর্বমোট	৪০ (১৭.১৬%)	৩৪ (১৪.৫৯%)	৬৩ (২৭.০৩%)	৭০ (৩০.০৪%)	২৫ (১০.৭২%)	২ (০.৮৫%)	২৩৩	

- ২৩৩ জন নবনির্বাচিত মেয়রের মধ্যে ৯৫ জনের (৪০.৭৭%) শিক্ষাগত যোগ্যতা স্নাতক বা স্নাতকোত্তর। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জন মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা ৭৩ (৪০.৩৩%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জন মেয়রের মধ্যে ১৩ জন (৫৪.১৬%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জন মেয়রের মধ্যে ৮ জন (২৯.৬৩%)। জাতীয় পার্টি থেকে যিনি মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন তাঁর শিক্ষাগত যোগ্যতা এএসসি।
- ২৩৩ জন বিজয়ী মেয়রের মধ্যে ৪০ জন (১৭.১৬%) বিদ্যায়ের গণ্ডি পেরুতে পারেননি (এসএসসির নিচে)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জন মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা ৩০ জন (১৬.৫৭%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জনের মধ্যে ৩ (১২.৫%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জন মেয়রের মধ্যে ৭ জন (২৫.৯৩%)।

- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, নবনির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে উচ্চ শিক্ষিতের হার বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের (৪০.৩৩%) তুলনায় ও বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে বেশি (৫৪.১৬%)। পাশাপাশি নিরক্ষর বা স্বল্প শিক্ষিত মেয়রও আওয়ামী লীগের (১৬.৫৭%) তুলনায় বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলে কিছুটা কম (১২.৫%)। তবে স্বল্প শিক্ষিতের হার স্বতন্ত্র মেয়রদের মধ্যে এক চতুর্থাংশেরও বেশি (২৫.৯৩%)।
- প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ও নবনির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে তুলনা করলে দেখা যায় যে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ৩৭.৭২% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৪০.৭৭%। অপরদিকে বিদ্যালয়ের গণ্ডি না পেরুতে পারা ২৪.৭৭% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ১৭.১৬%। ফলাফলে দেখা যাচ্ছে যে, ভোটাররা উচ্চ শিক্ষিত প্রার্থীদের অধিক হারে ভোট দিয়েছেন এবং স্বল্প শিক্ষিত প্রার্থীদের কিছুটা হলেও বর্জন করেছেন। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পৌরসভা নির্বাচনে নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে স্নাতক বা স্নাতকোত্তর ডিগ্রিধারীর শতকরা হার ছিল ৩৬.৮৪% এবং নিরক্ষর বা স্বল্পশিক্ষিত মেয়রের শতকরা হার ছিল ২১.৪৫%, এবারের নির্বাচনে যা যথাক্রমে ৪০.৭৭% ও ১৭.১৬%। শিক্ষাগত যোগ্যতার দিক থেকে বিগত পৌর নির্বাচনের তুলনায় এই নির্বাচনে কিছুটা মানোন্নয়ন ঘটেছে।

২. পেশা সংক্রান্ত তথ্যঃ

রাজনৈতিক দল	কৃষি	ব্যবসা	চাকুরি	আইনজীবী	গৃহিণী	অন্যান্য	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
আওয়ামী লীগ	১১ (৬.০৮%)	১৪৩ (৭৯.০১%)	৫ (২.৭৬%)	৩ (১.৬৬%)	১ (০.৫৫%)	৯ (৪.৯৭%)	৯ (৪.৯৭%)	১৮১	
বিএনপি	৩ (১২.৫%)	১৯ (৭৯.১৭%)	১ (৪.১৭%)	১ (৪.১৭%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২৪	
জাতীয় পার্টি	-	-	-	-	-	-	১ (১০০%)	১	
স্বতন্ত্র	২ (৭.৪১%)	২৩ (৮৫.১৯%)	১ (৩.৭%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (৩.৭০%)	২৭	
সর্বমোট	১৬ (৬.৮৬%)	১৮৫ (৭৯.৩৯%)	৭ (৩%)	৪ (১.৭১%)	১ (০.৪২%)	৯ (৩.৮৬%)	১১ (৪.৭২%)	২৩৩	

- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে ১৮৫ জন (৭৯.৪৮%) ব্যবসায়ী। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ১৪৩ (৭৯.০১%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জনের মধ্যে ১৯ জন (৭৯.১৭%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জনের ২৩ (৮৫.১৯%)। জাতীয় পার্টির নির্বাচিত মেয়র পেশার কথা উল্লেখ করেননি।
- নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে ৭২.১২% ছিলেন ব্যবসায়ী। বিজয়ী মেয়রদের মধ্যে ব্যবসায়ীর হার ৭৯.৩৯%। বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ভোটাররা অন্য পেশার তুলনায় ব্যবসায়ীদের ভোট দিয়েছেন বেশি। বিগত পৌর নির্বাচনেও (২০১১ সালে) ৭৯.৭৫% ব্যবসায়ী নির্বাচিত হয়েছিলেন। এ নির্বাচনেও একই ধারা অব্যাহত আছে।
- নির্বাচনে অধিকহারে ব্যবসায়ীদের অংশগ্রহণ ইঙ্গিত দেয় যে, নির্বাচনে সম্পদশালীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। রাজনৈতিক দলগুলোও মনোনয়ন প্রদানের ক্ষেত্রে ব্যাবসায়ীদেরকেই অধিক হারে বেছে নিচ্ছেন। পাশাপাশি, প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় অধিকহারে ব্যবসায়ীদের নির্বাচিত হওয়ার বিষয়টি ইঙ্গিত করে যে, নির্বাচনে টাকার প্রভাব জয়ী হওয়ার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা পালন করে। মনোনয়ন প্রাপ্তি ও বিজয়ের ক্ষেত্রে অর্থ যে একটি বড় যোগ্যতা হিসেবে ক্রমশ আবির্ভূত হচ্ছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।

৩. মামলা সংক্রান্ত তথ্যঃ

রাজনৈতিক দল	মামলা (জন)			৩০২ ধারায় বর্তমান মামলা (জন)			মোট প্রার্থী	মন্তব্য
	বর্তমানে	অতীতে	উভয় সময়ে	বর্তমানে	অতীতে	উভয় সময়ে		
আওয়ামী লীগ	২৭ জন (১৪.৯১%) মামলা-৬৫টি	৮৫ জন (৪৬.৯৬%) মামলা-২৬১টি	১৬ জন (৮.৮৩%)	৭ জন (৩.৮৬%) মামলা-৮টি	১৯ জন (১০.৪৯%) মামলা-২৯টি	০ জন (০%)	১৮১	
বিএনপি	১৬ জন (৬৬.৬৬%) মামলা-৪০টি	১৬ জন (৬৬.৬৬%) মামলা-৩৩টি	১১ জন (৪৫.৮৩%)	২ জন (৮.৩৩%) মামলা-২টি	৩ জন (১২.৫%) মামলা-৪টি	০ জন (০%)	২৪	
জাতীয় পার্টি	০ জন (০%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	০ জন (০%)	১	

স্বতন্ত্র	১০ জন (৩৭.০৩%) মামলা-৪৩টি	১৩ জন (৪৮.১৪%) মামলা-৫২টি	৮ জন (২৯.৬২%)	৩ জন (১১.১১%) মামলা-৩টি	৩ জন (১১.১১%) মামলা-৩টি	১ জন (৩.৭০%)	২৭	
সর্বমোট	৫৩ জন (২২.৭৪%) মামলা-১৪৮টি	১১৪ জন (৪৮.৯২%) মামলা-৩৬৬টি	৩৫ জন (১৫.০২%)	১২ জন (৫.১৫%) মামলা-১৩টি	২৫ জন (১০.৭২%) মামলা-৩৬টি	১ জন (০.৪২%)	২৩৩	

- নব-নির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে ৫৩ জনের (২২.৭৪%) বিরুদ্ধে বর্তমানে, ১১৪ জনের (৪৮.৯২%) বিরুদ্ধে অতীতে এবং ৩৫ জনের (১৫.০২%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জন মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ২৭ জন (১৪.৯১%), ৮৫ জন (৪৬.৯৬%) ও ১৬ জন (৮.৮৩%); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জন মেয়রের মধ্যে যথাক্রমে ১৬ জন (৬৬.৬৬%), ১৬ জন (৬৬.৬৬%) ও ১১ জন (৪৫.৮৩%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জন মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ১০ জন (৩৭.০৩%), ১৩ জন (৪৮.১৪%) ও ৮ জন (২৯.৬২%)।
- নব-নির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে ১২ জনের বিরুদ্ধে (৫.১৫%) বর্তমানে, ২৫ জনের বিরুদ্ধে (১০.৭২%) অতীতে এবং ১ জনের (০.৪২%) বিরুদ্ধে উভয় সময়ে ৩০২ ধারায় মামলা (হত্যা মামলা) ছিল বা আছে। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জন মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৭ জন (৩.৮৬%) ও ১৯ জন (১০.৪৯%), ০ জন (০%); বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জন মেয়রের মধ্যে যথাক্রমে ২ জন (৮.৩৩%), ৩ জন (১২.৫%) ও ০ জন (০.৯৭%) এবং ২৭ জন স্বতন্ত্র মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা যথাক্রমে ৩ জন (১১.১১%), ৩ জন (১১.১১%) ও ১ জন (৩.৭০%)।
- বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, অতীত, বর্তমান, উভয় সময়, অর্থাৎ সকল ক্ষেত্রেই আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত মেয়রদের তুলনায় বিএনপি বিএনপি থেকে নির্বাচিত মেয়রদের মামলা বেশি। হত্যা মামলার (৩০২ ধারা) ক্ষেত্রেও চিত্রটি প্রায় একই রকম। তবে একটি বিষয় লক্ষণীয় যে, আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত মেয়রদের ক্ষেত্রে বর্তমান মামলা কম (১৪.৯১%) হলেও, অতীত মামলা বর্তমানের তুলনায় অনেক বেশি (৪৬.৯৬%)।
- বর্তমানে মামলা রয়েছে এমন ২৪.২২% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নবনির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে বর্তমান মামলার হার ২২.৭৪%। অতীতে মামলা ছিল এমন ৩৫.৫০% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নবনির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে অতীত মামলার হার ৪৮.৯২%। একইভাবে উভয় সময়ে মামলা আছে বা ছিল এমন ১৩.৩৮% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নবনির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে এর হার ১৫.০২%। বর্তমান মামলার ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার সামান্য কম হলেও অতীত ও উভয় সময়ে মামলার ক্ষেত্রে তা বেশি। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পৌর নির্বাচনে বর্তমান মামলা সংশ্লিষ্ট ৩২.৩৮% (এবারের নির্বাচনে ২২.৭৪%) এবং অতীত মামলা সংশ্লিষ্ট ৭৪.৮৯% (এবারের নির্বাচনে ৪৮.৯২%) প্রার্থী মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন। মামলা সংশ্লিষ্ট প্রার্থীদের নির্বাচিত হওয়ার হার অতীতের তুলনায় অনেক কম, যা নিঃসন্দেহে ইতিবাচক।

৪. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের বাৎসরিক আয় সংক্রান্ত তথ্য:

রাজনৈতিক দল	২ লক্ষের নিচে	২ লক্ষ টাকা থেকে ৫ লক্ষ	৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট প্রার্থী	মন্তব্য
আওয়ামী লীগ	১৭ (৯.৩৯%)	৮৫ (৪৬.৯৬%)	৫১ (২৮.১৮%)	৬ (৩.৩১%)	৪ (২.২১%)	৬ (৩.৩১%)	১২ (৬.৬৩%)	১৮১	
বিএনপি	৫ (২০.৮৩%)	১০ (৪১.৬৭%)	৭ (২৯.১৭%)	০ (০%)	১ (৪.১৭%)	০ (০%)	১ (৪.১৭%)	২৪	
জাতীয় পার্টি	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১	
স্বতন্ত্র	২ (৭.৪১%)	১৪ (৫১.৮৫%)	৩ (১১.১১%)	৩ (১১.১১%)	৪ (১৪.৮১%)	১ (৩.৭%)	০ (০%)	২৭	
সর্বমোট	২৪ (১০.৩০%)	১১০ (৪৭.২১%)	৬১ (২৬.১৮%)	৯ (৩.৮৬%)	৯ (৩.৮৬%)	৭ (৩%)	১৩ (৫.৫৭%)	২৩৩	

- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে ১৩৪ জনই (৫৭.৫১%) বছরে ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম আয় করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জন মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা ১০২ (৫৬.৩৫%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জন মেয়রের মধ্যে ১৫ জন (৬২.৫%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জন মেয়রের মধ্যে ১৬ জন (৫৯.২৫%)। জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত একমাত্র মেয়রও বছরে ৫ লক্ষ টাকার কম আয় করেন।

- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে মাত্র ৭ জন (৩%) বছরে কোটি টাকার বেশি আয় করেন। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জন মেয়রের মধ্যে এই সংখ্যা ৬ (৩.৩১%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জন মেয়রদের মধ্যে ১ জন (৩.৭০%)। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল ও জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে বছরে কোটি টাকার বেশি আয়কারী কেউ নেই।
- বছরে কোটি টাকার বেশি আয়কারী ৮ জন প্রার্থী মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৭ জন (৮৭.৫%)। নির্বাচিত ৭ জনের মধ্যে ৬ জনই (৮৫.৭১%) ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত। উল্লেখ্য, নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে তথ্য সন্নিবেশিত না থাকায় নির্বাচনের পূর্বে আমরা ৯৪৯ জন চূড়ান্ত মেয়র প্রার্থীর মধ্যে ৯০৪ জনের তথ্যের বিশ্লেষণ তুলে ধরতে পেরেছিলাম।
- মেয়র পদে ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৭০.১৩% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৫৭.৫১%। পাশাপাশি বছরে কোটি টাকার উপর আয়কারী ০.৮৮% প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও নির্বাচিত হয়েছেন ৩%। ৫ লক্ষ টাকার কম আয়কারী ৬৩৪ প্রার্থীর মধ্যে নির্বাচিত হওয়ার হার ২১.১৩% (১৩৪ জন) এবং কোটি টাকার উপর আয়কারী ৮ জন প্রার্থীর নির্বাচিত হওয়ার হার ৮৭.৫% (৭ জন)। বিশ্লেষণ থেকে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, অধিক আয়কারীরা নির্বাচনে অধিক হারে নির্বাচিত হয়েছেন।

৫. প্রার্থী ও নির্ভরশীলদের সম্পদের তথ্য

রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ টাকা থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫০ লক্ষ	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১ কোটি	১ কোটি ১ টাকা থেকে ৫ কোটি	৫ কোটির উপরে	উল্লেখ নেই	মোট	মন্তব্য
আওয়ামী লীগ	৬৪ (৩৬.১৬%)	৬৪ (৩৬.১৬%)	১৬ (৯.০৪%)	১৪ (৭.৯১%)	১৭ (৯.৬%)	২ (১.১৩%)	৪ (২.২১%)	১৮১	
বিএনপি	১১ (৪৭.৮৩%)	৬ (২৬.০৯%)	২ (৮.৭%)	০ (০%)	৪ (১৭.৩৯%)	০ (০%)	১ (৪.১৭%)	২৪	
জাতীয় পার্টি	০ (০%)	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১	
স্বতন্ত্র	১২ (৪৬.১৫%)	৮ (৩০.৭৭%)	১ (৩.৮৫%)	৩ (১১.৫৪%)	২ (৭.৬৯%)	০ (০%)	১ (৩.৭%)	২৭	
সর্বমোট	৮৭ (৩৭.৩৩%)	৭৯ (৩৩.৯০%)	১৯ (৮.১৫%)	১৭ (৭.২৯%)	২৩ (৯.৮৭%)	২ (০.৮৫%)	৬ (২.৫৭%)	২৩৩	

- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে ৮৭ জনের (৩৭.৩৩%) সম্পদ ৫ লক্ষ টাকা বা তার কম। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জনের মধ্যে এই সংখ্যা ৬৪ জন (৩৬.১৬%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জনের মধ্যে ১১ জন (৪৭.৮৩%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জনের মধ্যে ১২ জন (৪৬.১৫%)। জাতীয় পার্টি থেকে নির্বাচিত একমাত্র মেয়রের সম্পদও ৫ লক্ষ টাকার কম।
- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে কোটিপতির সংখ্যা ২৫ জন (১০.৭২%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জন প্রার্থীর মধ্যে এই সংখ্যা ১৯ (১০.৪৯%), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ মধ্যে ৪ জন (১৬.৬৬%) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জনের মধ্যে ২ জন (৭.৪০%)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, মেয়র পদে স্বল্প সম্পদের মালিক ৫৪.২০% প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৩৭.৩৩%। পাশাপাশি ৫.১৯% কোটিপতি প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ১০.৭২%। পাশাপাশি এও লক্ষণীয় যে, মেয়র পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতাকারী ৪৭ জন কোটিপতি মধ্যে ২৫ জনই (৫৩.১৯%) নির্বাচিত হয়েছেন। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পৌরসভা নির্বাচনে নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে স্বল্প সম্পদের মালিক ও কোটিপতির হার ছিল যথাক্রমে ৫০.৬০% এবং ৮.৫০%; এবারে যা যথাক্রমে ৩৭.৩৩% ও ১০.৭২%। ফলে এ কথা বলা যায় যে, এবারের নির্বাচনে গত মেয়াদের তুলনায় স্বল্প সম্পদশালীর সংখ্যা যেমন কমেছে, তেমনি বেড়েছে অধিক সম্পদশালীর সংখ্যা। তাই, একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, দিন দিন নির্বাচনে টাকার প্রভাব বাড়ছে।

৬. দায়-দেনা ও ঋণ সংক্রান্ত তথ্য

রাজনৈতিক দল	৫ লক্ষের নিচে	৫ লক্ষ থেকে ২৫ লক্ষ টাকা	২৫ লক্ষ ১ টাকা থেকে	৫০ লক্ষ ১ টাকা থেকে ১	১ কোটি ১ টাকা থেকে	৫ কোটির উপরে	মোট প্রার্থী	মোট ঋণ গ্রহীতা

			৫০ লক্ষ	কোটি	৫ কোটি			
আওয়ামী লীগ	৩ (৭.৬৯%)	২০ (৫১.২৮%)	৩ (৭.৬৯%)	৭ (১৭.৯৫%)	৪ (১০.২৬%)	২ (৫.১৩%)	১৮১	৩৯ (২১.৫৪%)
বিএনপি	৪ (৫০%)	১ (১২.৫%)	৩ (৩৭.৫%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	২৪	৮ (৩৩.৩৩%)
জাতীয় পার্টি	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১	০ (০%)
স্বতন্ত্র	১ (২৫%)	২ (৫০%)	০ (০%)	০ (০%)	১ (২৫%)	০ (০%)	২৭	৪ (১৪.৮১%)
সর্বমোট	৮ (১৫.৬৮%)	২৩ (৪৫.০৯%)	৬ (১১.৭৬%)	৭ (১৩.৭২%)	৫ (৯.৮০%)	২ (৩.৯২%)	২৩৩	৫১ (২১.৮৮%)

- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে ঋণ গ্রহীতার হার মাত্র ২১.৮৮% (৫১ জন)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জনের মধ্যে এই হার ২১.৫৪% (৩৯ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জনের প্রার্থীর মধ্যে ৩৩.৩৩% (৮ জন) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জনের মধ্যে ১৪.৮১% (৪ জন)।
- ৫১ জন ঋণ গ্রহীতার মধ্যে কোটি টাকার অধিক ঋণ গ্রহণ করেছেন ৭ জন (১৩.৭২%)। এই ৭ জনের মধ্যে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ৬ জন (৮৫.৭১%) এবং স্বতন্ত্র ১ জন (১৪.২৮%)।
- বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ১৬.১৫% ঋণ গ্রহীতা মেয়র প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ২১.৮৮%। তার মানে প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় নির্বাচিত হওয়ার হার অনেক বেশি।
- ২০১১ সালের পৌর নির্বাচনে নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে ৩৬.০৩% ছিলেন ঋণ গ্রহীতা। বিগত নির্বাচনের সাথে তুলনা করলে দেখা যায়, এই নির্বাচনে ঋণ গ্রহীতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার বিগত পৌর নির্বাচনের চেয়ে অনেক কম।

৭. কর সংক্রান্ত তথ্য (মেয়র প্রার্থী)

রাজনৈতিক দল	৫ হাজার টাকা বা তার চেয়ে কম	৫ হাজার ১ টাকা থেকে ১০ হাজার	১০ হাজার ১ টাকা থেকে ৫০ হাজার টাকা	৫০ হাজার ১ টাকা থেকে ১ লক্ষ টাকা	১ লক্ষ ১ টাকা থেকে ৫ লক্ষ টাকা	৫ লক্ষ ১ থেকে ১০ লক্ষ টাকা	১০ লক্ষ টাকার উপরে	মোট প্রার্থী	মোট কর প্রদানকারী
আওয়ামী লীগ	৯৬ (৬৩.১৬%)	৫ (৩.২৯%)	১৮ (১১.৮৪%)	৪ (২.৬৩%)	২১ (১৩.৮২%)	৪ (২.৬৩%)	৪ (২.৬৩%)	১৮১	১৫২ (৮৩.৯৭%)
বিএনপি	১৩ (৫৬.৫২%)	২ (৮.৭%)	৪ (১৭.৩৯%)	০ (০%)	৩ (১৩.০৪%)	১ (৪.৩৫%)	০ (০%)	২৪	২৩ (৯৫.৮৩%)
জাতীয় পার্টি	১ (১০০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	০ (০%)	১	১ (১০০%)
স্বতন্ত্র	১৫ (৬৮.১৮%)	২ (৯.০৯%)	২ (৯.০৯%)	০ (০%)	০ (০%)	২ (৯.০৯%)	১ (৪.৫৫%)	২৭	২২ (৮১.৪৮%)
সর্বমোট	১২৫ (৬৩.১৩%)	৯ (৪.৫৪%)	২৪ (১২.১২%)	৪ (২.০২%)	২৪ (১২.১২%)	৭ (৩.৫৩%)	৫ (২.৫২%)	২৩৩	১৯৮ (৮৪.৯৭%)

- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে কর প্রদানকারীর সংখ্যা ১৯৮ জন (৮৪.৯৭%)। বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ১৮১ জনের মধ্যে এই হার ৮৩.৯৭% (১৫২ জন), বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দলের ২৪ জনের মধ্যে ৯৫.৮৩% (২৩ জন) এবং স্বতন্ত্র ২৭ জনের মধ্যে ৮১.৪৮% (২২ জন)।
- নবনির্বাচিত ২৩৩ জন মেয়রের মধ্যে ৬৩.১৫% (১২৫ জন) ৫ হাজার টাকার কম কর প্রদান করেন। লক্ষাধিক টাকা কর প্রদান করেন ৩৬ জন (১৫.৪৫%)। ১০ লক্ষ টাকার অধিক কর প্রদান করেন মাত্র ৫ জন (২.৫২%)। এই ৫ জনের মধ্যে ৪ জনই (৮০%) ক্ষমতাসীন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ থেকে নির্বাচিত।

- বিশ্লেষণে দেখা যায়, মেয়র প্রার্থীদের মধ্যে ৮০.৬৪% করদাতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে নির্বাচিত হয়েছেন ৮৪.৯৭%। তার অর্থ এই দাড়ায় যে কর দাতাদের নির্বাচিত হওয়ার হার প্রতিদ্বন্দ্বিতার তুলনায় কিছুটা বেশি। উল্লেখ্য, ২০১১ সালের পৌর নির্বাচনে কর প্রদানকারীর মেয়রের সংখ্যা ছিল মাত্র ২৭.৫৩%। একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, নির্বাচিত মেয়রদের মধ্যে কর প্রদানকারীর সংখ্যা অতীতের তুলনায় উল্লেখযোগ্য হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। অবশ্য বতর্মান নির্বাচনী আইনে মনোনয়নপত্রের সঙ্গে ট্যাক্স রিটার্ন দাখিলের বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

গতানুগতিক অর্থে সুজন নির্বাচন পর্যবেক্ষণ না করলেও, আমরা আমাদের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার কার্যকারিতা যথাসম্ভব পর্যবেক্ষণ করি। আমরা আইনি কাঠমো, ভোটার তালিকা, মনোনয়ন, হলফনামা, নির্বাচনী প্রক্রিয়া ইত্যাদির প্রতি দৃষ্টি রাখার প্রচেষ্টা চালাই। সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনের এসব দিক সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে আমরা আমাদের মতামত তুলে ধরেছি।

আমরা মনে করি, এবারকার নির্বাচনের ইতিবাচক দিক হলো যে, এটি আইনানুযায়ী পৌরসভার মেয়াদোত্তীর্ণ হবার আগেই অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে বড় দুটি দল ছাড়াও আরও অনেকগুলো রজনৈতিক দল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছে। তবে এই নির্বাচন নিয়ে অনেকগুলো গুরুতর অভিযোগ উঠেছে। সাম্প্রতিক পৌর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে ত্রুটিপূর্ণ ও অসমাপ্ত ভোটার তালিকা নিয়ে। গ্রেফতার, ভয়ভীতি ও বিভিন্ন ধরনের চাপের কারণে যাঁরা প্রার্থী হতে আগ্রহী ছিলেন, তাঁদের অনেকেই প্রার্থী হতে পারেননি। কোনো কোনো এলাকায় যাঁরা ভোট দিতে চেয়েছিলেন, ভয়ভীতির কারণে তাঁদের অনেকেই ভোট দিতে পারেনি। ভোটারদের সামনে পর্যাপ্ত বিকল্প প্রার্থী ছিল না। যেমন, এবারকার মেয়র পদে গড় প্রার্থীর সংখ্যা ছিল পৌরসভা প্রতি ৪.০৩ জন, যেখানে আগের নির্বাচনে ছিল ৫.১১ জন। কোথাও কোথাও ভোট প্রদান ও ভোট গণনা প্রক্রিয়াও স্বচ্ছ, সন্দেহমুক্ত ও বিশ্বাসযোগ্য ছিল না। উদাহরণস্বরূপ, এবারকার নির্বাচনের প্রথমপর্বে (৩০ ডিসেম্বর) ভোট প্রদানের হার ছিল ৭২.৯৩ শতাংশ, যেখানে ২০১১ সালে তা ছিল ৫৮.৬৬ শতাংশ। এবারকার নির্বাচনে ৫টি পৌরসভায় ৯০ শতাংশের এবং ৭৪টি পৌরসভায় ৮০ শতাংশের বেশি ভোট পড়েছে, যা অনেক অভিজ্ঞ পর্যবেক্ষকের মতে ছিল অবিশ্বাস্য। ফলে সার্বিক বিবেচনায় গত ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫ ও ১২ জানুয়ারি ২০১৬ তারিখে অনুষ্ঠিত পৌরসভা নির্বাচনকে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ বলা দুরূহ।

এছাড়া সাম্প্রতিক পৌরসভা নির্বাচনকে আরও দুটি মানদণ্ডের আলোকেও বিচার করা যায়। ২০০৮ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে নবম সংসদসহ আরও অনেকগুলো স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ২০০৯ সালে উপজেলা নির্বাচনে কিছু বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত সমস্যা ছাড়া, এসবগুলো নির্বাচনই ছিল মোটামুটি সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের আরেকটি মানদণ্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ২০১১ সালের পৌরসভা নির্বাচনের মাধ্যমে। দুর্ভাগ্যবশত এবারকার পৌরসভা নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষতার বিচারে আগের এসব নির্বাচনের ধারে কাছেও পৌছতে পারেনি। বরং ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির জাতীয় নির্বাচন এবং এর পরবর্তী উপজেলা ও ঢাকা-চট্রগ্রামের তিনটি সিটি করপোরেশন নির্বাচনের মাধ্যমে নির্বাচন প্রক্রিয়ার মানে যে নিম্নমুখিতার ঐতিহ্য আমাদের দেশে সৃষ্টি হয়েছে, সাম্প্রতিক নির্বাচনে সেই ধারাই অব্যাহত রয়েছে – তা থেকে উত্তরণ ঘটেনি এবং আমাদের নির্বাচনী প্রক্রিয়া সুস্থ ধারায় ফিরে আসেনি।

এবারের নির্বাচনের আরও যে বিষয়কে আমরা অত্যন্ত ইতিবাচক বলে মনে করি, তা হচ্ছে মেয়র পদে চারজন নারীর নির্বাচিত হওয়। ২০১১ সালে শুধুমাত্র রাজশাহী জেলার চারঘাট পৌরসভায় একমাত্র নারী, মেয়র নির্বাচিত হয়েছিলেন জনাব নার্গিস খাতুন। এবারের নির্বাচনে নাটোর জেলার নাটোর পৌরসভা থেকে উমা চৌধুরী ও সিংড়া পৌরসভা থেকে জান্নাতুল ফেরদৌস, সিরাজগঞ্জ জেলার বেলকুচি পৌরসভা থেকে বেগম আশানুর বিশ্বাস এবং নারায়ণগঞ্জ জেলার তারাবো পৌরসভা হাছিনা গাজী, এই চার নারী মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন। নির্বাচিত চারজনই বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থী ছিলেন।

পরিশেষে আমরা বলতে চাই, এই নির্বাচনে যেসকল নেতিবাচক দিক আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়েছে, সেগুলো না শুধরালে ভবিষ্যতে আমাদের গোটা নির্বাচনী প্রক্রিয়াটিই ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই আজকের এই সংবাদ সম্মেলন থেকে সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আমাদের আহ্বান, আসুন আমরা নির্মোহভাবে আমাদের নির্বাচনী ব্যবস্থা ও প্রতিষ্ঠানসমূহের সীমাবদ্ধতা, ভুল-ত্রুটি ও সমস্যার দিকসমূহ চিহ্নিত করি এবং তা কাটিয়ে উঠতে আন্তরিক উদ্যোগ গ্রহণ করি। একইসঙ্গে আমাদের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য আমরা বিশেষভাবে আহ্বান জানাই আমাদের রাজনীতিবিদদের প্রতি। নিশ্চয়ই সকলের সম্মিলত প্রয়াসে আমরা আমাদের সমগ্র নির্বাচনী ব্যবস্থাকে পরিশুদ্ধ করতে পারবো এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় রাষ্ট্র তথা সমাজের সকল ক্ষেত্রে গণতন্ত্রকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে একটি সক্ষম হবো।

তথ্যসূত্রঃ বিশ্লেষণে ব্যবহৃত তথ্যগুলোর সূত্র নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইট (www.ecs.gov.bd)। তথ্যসমূহ সন্নিবেশনের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তা সত্ত্বেও এসব তথ্যের সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্যের কোনো অসঙ্গতি পাওয়া গেলে কমিশনের ওয়েবসাইটের তথ্যই সঠিক বলে ধরে নিতে হবে।